



হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাভ

রাতের নামাযের উপকারিতা

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর জীবন আমাদের জন্য আলো। উনার কথা আলো। এসবই এই অন্ধকার জীবন, এই অন্ধকার পৃথিবী থেকে নাজাতে আসার জন্য। তিনি বলেন, "রাতের দুই রাকাত দিনের ১০০ রাকাত নামায থেকে উত্তম।" বিছানায় যাবার আগে দুই রাকাত নামায পড়া সুন্নাত। তা রাতে ইবাদাতে দাঁড়ানো হিসেবে গণ্য হবে এবং ধরা হবে যে তুমি রাতে ইবাদাতের জন্য উঠেছ।

রাতে বিছানায় যাবার আগে দুই রাকাত নামায পড়লে এরকম হয়। তাহাজ্জুদ হচ্ছে বিছানায় যাবার পরে আবার উঠা। কিন্তু তুমি যদি পুরো রাত জেগে থাকো সেটা তাহাজ্জুদ নয়, সেটা কিয়ামুল লাইল। তাহাজ্জুদের সাওয়াব বেশী। অনেক আউলিয়া ছিলেন যারা বিছানায় না গিয়ে পুরো রাত জেগে কাটাতে পারতেন, তবুও উনারা ১৫ মিনিটের জন্য এবং কখনো আধা ঘণ্টার জন্য বিছানায় যেতেন যেন উনারা তাহাজ্জুদের নামায ধরতে পারেন। তাহাজ্জুদ একটি সুন্নাত নামায। তারপর উনারা উঠে সুন্নাহ নামায পড়তেন।

সুরাহ মুযাম্মিল আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর কাছে নাযিল হওয়া প্রথম সুরাহসমূহের মধ্যে একটি। সেখানে বলা হয়েছে, "রাতে জেগে ওঠ এবং নামায পড়।" সেই সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফারয ছিল না এবং উনারা রাতে নামায পড়তেন। আমাদের নাবী (সাঃ) সারারাত নামায পড়তেন। উনার পা ফুলে যেত। তখন আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) আদেশ করেন, "কম নামায পড়। পুরো রাত নামায পড়ার প্রয়োজন নেই। এখন যতটুকু নামায পড়ছ তার অর্ধেক পড়। এখন যেটুকু পড়ছ তার থেকে কম পড় যেন তুমি পার্থিব কাজগুলোও ঠিকমত করতে পারো এবং মানুষের আখিরাতে সাহায্য করতে পারো।" এভাবে আল্লাহ্ (জাল্লা জালালুহু) আমাদের সহজ পথ দেখিয়েছেন।

রাতের নামায, তাহাজ্জুদ, যারা তারিকাতে প্রবেশ করেছে তাদের জন্য মাননীয় আদেশসমূহের মধ্যে একটি। ফাজার নামাযের আগে দুই রাকাতও বিছানায় না যেয়ে সারারাত ইবাদাতে দাঁড়ানোর সাওয়াব লাভের মাধ্যম হতে পারে। তা একজন মানুষের জীবন আলোকিত হবার মাধ্যম হতে পারে।

বিষন্নতা ছড়িয়েছে। অন্ধকারাচ্ছন্নতা এই সময়ে ছড়াচ্ছে আরও বেশি মাত্রায় কারণ এটি শেষ সময়। আমাদের আলোর প্রয়োজন, আলোকিত হবার প্রয়োজন। আলোবিহীন অন্ধকার মানুষের ভিতরে হিংস্রতা তৈরী করে এবং ঈমান দুর্বল করে দেয়। আলো ঈমান বৃদ্ধি করে এবং মানুষকে স্বস্তি দান করে।

www.hakkani.org / www.hakkaniyayinevi.com



হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্বানী এর সোহবাত

স্বস্তি শুধুমাত্র পাওয়া সম্ভব ঈমান দিয়ে। ঈমানবিহীন মানুষেরা সবসময়ই অন্ধকারে থাকে, দুঃখ ভরাক্রান্ত থাকে। আর কেউ, অন্য কোন কিছু মানুষকে সেই স্বস্তি দিতে পারে না যে স্বস্তি আল্লাহ্ দেন। যদিও কেউ কৃত্রিমভাবে স্বস্তি পায়ও, তা হয় ক্ষণস্থায়ী এবং কিছু সময় পরে মানসিক অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। আল্লাহ্ যা দেন এবং বলেন চল তা আমরা অনুসরণ করি। ইনশাআল্লাহ্ আমাদের অভ্যন্তর যেন আলোয় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আল্লায় যেন তোমাদের সবার উপর সন্তুষ্ট হন।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক। আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
৭ অগাস্ট ২০১৬/৮ যুল-কিদাহ ১৪৩৭
ফাজর নামায, আকবাবা দারগাহ।